রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, সেপ্টেম্বর ৯, ২০২০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২২ ভাদ্র ১৪২৭/০৬ সেপ্টেম্বর ২০২০

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.১৯.১৯৯—খ্যাতিমান প্রবীণ সাংবাদিক ও প্রথিতযশা সাহিত্যিক জনাব রাহাত খান গত ২৮ আগস্ট ২০২০ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর।

২। জনাব রাহাত খান-এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ, তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ১৬ ভাদ্র ১৪২৭/৩১ আগস্ট ২০২০ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত শোকপ্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য : টাকা ৪.০০

মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

ঢাকা : ১৬ ভাদ্র ১৪২৭ / ৩১ আগস্ট ২০২০

খ্যাতিমান প্রবীণ সাংবাদিক ও প্রথিতযশা সাহিত্যিক জনাব রাহাত খান গত ২৮ আগস্ট ২০২০ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর।

দেশবরেণ্য সাংবাদিক ও প্রথিতযশা সাহিত্যিক জনাব রাহাত খান ১৯৪০ সালে কিশোরগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে বাংলায় স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন।

দেশের সংবাদপত্রের ইতিহাসে জনাব রাহাত খান এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। ষাটের দশকে সাংবাদিকতা শুরু করে সুদীর্ঘ পাঁচ দশকের বেশি সময় ধরে তিনি মেধা, যুক্তিবোধ, পেশাদারিত্ব, দায়িত্বশীলতা ও অসাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনার নিরবচ্ছিন্ন চর্চায় নিজেকে এবং বাংলাদেশের সংবাদপত্রকে এক অনন্য উচ্চতায় অধিষ্ঠিত করেছেন। মুক্তচিন্তা, প্রগতিশীল মূল্যবোধ, মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে সোচ্চার জনাব রাহাত খান হয়ে ওঠেন সাংবাদিকতা জগতের প্রতিষ্ঠানতুল্য এক অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব।

বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনে জনাব রাহাত খান ময়মনসিংহ জেলার নাসিরাবাদ কলেজে শিক্ষক হিসাবে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। পরে তিনি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, চট্টগ্রাম সরকারি কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনা করেন।

১৯৬৯ সালে 'দৈনিক সংবাদ' পত্রিকায় যোগদানের মধ্য দিয়ে জনাব রাহাত খানের সাংবাদিকতা জীবনের হাতেখড়ি হয়। পরে তিনি 'দৈনিক ইত্তেফাক' পত্রিকায় যোগ দেন এবং উক্ত পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ও ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালনকালে সৃজনশীল ও পেশাদার সাংবাদিক হিসাবে দক্ষতার স্বাক্ষর রাখেন। ২০১৩ সালে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'দৈনিক বর্তমান' পত্রিকা। সর্বশেষ তিনি 'দৈনিক প্রতিদিন' সংবাদ পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছিলেন।

জনাব রাহাত খান সাংবাদিকতার পাশাপাশি সাহিত্যক্ষেত্রেও সৃজনশীলতার স্বাক্ষর রেখেছেন। ১৯৭২ সালে তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'অনিশ্চিত লোকালয়' প্রকাশিত হয়। তাঁর রচিত উপন্যাস ও গল্পগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে — 'অমল ধবল চাকরি', 'ছায়াদম্পতি', 'শহর', 'হে শূন্যতা', 'হে অনন্তের পাখি', 'মধ্য মাঠের খেলোয়াড়', 'এক প্রিয়দর্শিনী', 'মন্ত্রিসভার পতন', 'দুই নারী', 'কোলাহল' প্রভৃতি।

কথাসাহিত্যিক হিসাবে সফল ও সমাদৃত হলেও পেশাদারিত্ব ও কর্মস্পৃহায় রাহাত খান ছিলেন পরিপূর্ণ এক সাংবাদিক। সাংবাদিকতায় গৌরবজনক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ রাহাত খান ১৯৯৬ সালে একুশে পদক-এ ভূষিত হন। এ ছাড়া, তিনি বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার, সুহৃদ সাহিত্য পুরস্কার, সুফী মোতাহার হোসেন পুরস্কার, আবুল মনসুর আহমদ স্মৃতি পুরস্কার, হুমায়ুন কাদির স্মৃতি পুরস্কার, ত্রয়ী সাহিত্য পুরস্কার-এ ভূষিত হন।

জনাব রাহাত খান-এর মৃত্যুতে দেশ একজন পথিকৃৎ সাংবাদিক ও সাহিত্যিককে হারাল। তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমে সৃষ্টি হল এক গভীর শূন্যতা।

মন্ত্রিসভা জনাব রাহাত খান-এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করে তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd